কালের কণ্ঠ

তারিখ 29 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সেমিনারে গভর্নর

স্কুল ব্যাংকিংয়ে ৫ বছরে সঞ্চয় ৮০০ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু হয় ২০১০ সালের শেষ দিকে। শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৫৬টি ব্যাংকে ১০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী হিসাব খুলেছে। আর এসব হিসাবে জমার পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি অডিটরিয়ামে আয়োজিত স্কুল ব্যাংকিং সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমন তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৮

স্কুল ব্যাংকিংয়ে—

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রিন্সিপাল জামশেদুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংশ্লিষ্টরা, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন। গভর্নর জানান, ছাত্রছাত্রীদের সঞ্চয় সাধারণত মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি হয়ে থাকে। এর বিপরীতে ব্যাংকগুলোও অনুরূপ বিনিয়োগ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'তোমরা তোমাদের মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে যেকোনো ব্যাংকে গেলেই হিসাব খুলতে পারবে। এ হিসাবে তোমরা টাকা জমাতে পারবে। এর মাধ্যমে ব্যাংকের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কেও জানতে পারবে। ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে এটিএম, ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মতো আধুনিক সেবার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই এখন থেকে তোমাদের হাতে আসা টাকার পুরোটাই খরচ না করে কিছুটা সঞ্চয় করবে। এভাবে নিজেদের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলবে।'

ড. আতিউর রহমান বলেন, 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এই শিশুরা আমাদের সমাজেরই অংশ। তাদের সুস্থ, সুন্দর সামাজিক জীবন যাপনের নিশ্চয়তা প্রদানের দায়িত্ব সমাজের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের। সমাজের সবাই একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে এসব শিশুও দেশ, জাতি ও সমাজের উন্নয়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।'

গভর্নর আরো বলেন, 'শিশুদের মধ্যে লোভ, অহংকার ও মিথ্যাচার থাকে না। বিশ্বের প্রতি ১০০ জন মানুষের মধ্যে একজন কোনো না কোনোভাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। যুক্তরাষ্ট্রে এই হার ৮৭ জনে একজন। এসব মানুষ নানাবিধ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং অবজ্ঞার সম্মুখীন। এই প্রতিবন্ধকতা তাদের সমাজের অন্য ১০ জন মানুষ থেকে কিছুটা আলাদা করে রাখে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি ও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা প্রায়ই বৈষম্যের শিকার। উন্নয়নের মূল স্রোতে তাদের উপস্থিতি তেমন লক্ষ করা যায় না। স্বাভাবিক জীবন যাপনে অক্ষমতা তাদের নিজেদের এবং পরিবারের দারিদ্র্যও বাড়ায়। সমাজের অনগ্রসর এই জনগোষ্ঠীকে মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করার কাজটি রাষ্ট্রের পাশাপাশি আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বেরও অংশ। সেই বিবেচনায় বাকপ্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত আজকের (গতকাল) এই সেমিনারের গুরুত্ব অপরিসীম।' তিনি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কষ্টের এই সঞ্চয় থেকে পরিবার ও সমাজের কল্যাণ হয় এমন খাতেই খরচ হচ্ছে বেশি। অথচ অনেক স্কুল শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক স্কুল ব্যাংকিং সুবিধা সম্পর্কে তেমনটি জানে না।